॥ শ্রী হরি ॥

নারায়ণ উপনিষদ

মূল, বঙ্গানুবাদ এবং সুদর্শন নাম্নী ব্যাখ্যা সহিত

ব্যাখ্যাকার এবং সম্পাদক

শ্রী বিপ্লব চন্দ্র রায়

Cover design by Devbrata Banerjee

গ্রন্থের নাম - নারায়ণোপনিষদ্ (সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা)
সম্পাদক - বিপ্লব চন্দ্র রায়
ব্যাখ্যাকার - বিপ্লব চন্দ্র রায়
প্রকাশের তারিখ - ০২.০২.২০২৫ (পঞ্চমী তিথি - সরস্বতী পূজা)
প্রকাশনা - নারায়ণাস্ত্র ফেইসবুক পেইজ

ব্যাখ্যাকার ও সম্পাদক -

বিপ্লব চন্দ্র রায়

ভূমিকা

নারায়ণোপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তঃর্গত একটি উপনিষদ, যা সৃষ্টির মূল তত্ত্ব এবং পরমেশ্বর নারায়ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে ।
এই উপনিষদের ব্যাখ্যা বঙ্গে আজ পর্যন্ত প্রাপ্য হয়নি। তাই এই উপনিষদের "সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা", আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা ভগবান নারায়ণের গুণ, শক্তি, অবস্থান এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। গ্রন্থটি নারায়ণের প্রতি ভক্তির পথ এবং তাঁর সর্বব্যাপী অস্তিত্বের প্রতি এক গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এই ব্যাখ্যা মূলত নারায়ণোপনিষদের গভীর বেদান্তিক তত্ত্বগুলিকে সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করেছে, যাতে সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারে শ্রী নারায়ণের অমোঘ শক্তি এবং তাঁর রূপের প্রকৃত অর্থ। গ্রন্থটির মাধ্যমে পাঠকরা নারায়ণের শাশ্বত অস্তিত্ব, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান এবং পৃথিবী ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলিকে উপলব্ধি করতে পারেন।

"সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা" নারায়ণোপনিষদের মূল মন্ত্রগুলোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছে, জ্ঞানী এবং ভক্তদের জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও শিক্ষণীয়। এখানে নারায়ণের রূপ, গুণ এবং তাঁর অসীম শক্তি কীভাবে সমগ্র সৃষ্টিকে পরিচালনা করছে, তার একটি পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হয়েছে।
বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও শাস্ত্রের অন্যান্য বাক্য গুলির সঙ্গে নারায়ণোপনিষদকে যুক্ত করে এই ব্যাখ্যা নারায়ণের স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছে। এর মাধ্যমে শ্রদ্ধাভক্তি, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং নারায়ণের প্রতি আস্থা স্থাপন করা হয়।

এই ব্যাখ্যাটি পাঠকদের জন্য একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক যাত্রার পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যা তাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও সজ্ঞানের দিক দিয়ে এক নতুন আলোকপাত করবে। "সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা" একদিকে যেমন সৃষ্টির আধ্যাত্মিক মর্মকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, তেমনই এটি নারায়ণের প্রতি প্রতিটি ভক্তের আস্থা ও সম্পর্কের এক অভূতপূর্ব গূঢ়তা সৃষ্টি করে।

বিপ্লব চন্দ্র রায় (ব্যাখ্যাকার ও সম্পাদক)

গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা:

নারায়ণোপনিষদ একটি অমূল্য আধ্যাত্মিক রচনা, যা বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, পরম সত্তার প্রকৃতি, এবং মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কিত গভীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। এই গ্রন্থটি শুধুমাত্র ভগবান শ্রী নারায়ণের শাশ্বত তত্ত্ব এবং শক্তির ব্যাখ্যা প্রদানই করে না, বরং এটি আধুনিক জীবনযাত্রার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি মূখ্য পথপ্রদর্শক।

এখানে সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা এমন একটি প্রয়োজনীয় আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে যা আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। নারায়ণোপনিষদ কেবল ভারতীয় দর্শন বা ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সর্বজনীন পথপ্রদর্শক, যা প্রতিটি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরম সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

১. আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আত্মিক পরিণতি:
এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠক শ্রী নারায়ণের সাথে একাত্মতা অর্জন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন। নারায়ণোপনিষদে ব্যাখ্যা করা তত্ত্বগুলো, শুদ্ধ চিত্তের মাধ্যমে ভক্তি ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা অর্জনের পথকে উন্মোচন করে।

২. আধুনিক পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিকতা:
বর্তমান যুগে যেখানে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা বিরাজমান, সেখানে নারায়ণোপনিষদ আমাদের প্রদর্শন করে যে, একমাত্র শ্রী নারায়ণকেই আমরা পরম সত্তা হিসেবে চিনি। তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ, ভক্তি এবং সাধনার মাধ্যমেই জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। এটি আধুনিক বিশ্বে একটি সঠিক আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার উৎস হিসেবে কাজ করবে।
৩. তত্ত্ব, দর্শন এবং জীবনের পরিপূর্ণতা:
নারায়ণোপনিষদ কেবল একটি আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং এটি একটি গভীর দর্শনীয় রচনা। এর মধ্যে উপস্থাপিত তত্ত্বগুলো আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র—কর্ম, সম্পর্ক, ধ্যান, চেতনা, এবং আত্মিক উন্নয়ন—কে অধিক অর্থপূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করে। এটি মানুষের অন্তরের গহীনে প্রবাহিত এক শুদ্ধ আলো, যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে আমাদের ধাবিত করে।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকরা নারায়ণোপনিষদের অনন্ত গূঢ় তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন, যা তাদের জীবনকে শুধুমাত্র আত্মিকভাবে উন্নত করবে না, বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে শান্তি, প্রশান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। নারায়ণোপনিষদ আধুনিক সময়ের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানীদের জন্য একটি অমূল্য রত্ন।

ব্যাখ্যাকার ও সম্পাদক
বিপ্লব চন্দ্র রায়

প্রথম মন্ত্র:

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে। মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ু-জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাম্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে। নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাৎ প্রবর্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতদৃগ্ বেদশিরোহধীতে।"

অনুবাদ - অনুবাদ: সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন—"আমি প্রজাদের সৃষ্টি করবো।"

অতঃপর নারায়ণ থেকে প্রাণ , মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হলো। পাঁচটি মহাভূত (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ) সৃষ্টি হলো। ব্রহ্মা, রুদ্র (শিব), ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও সমস্ত বেদ—সবই নারায়ণ থেকে উৎপন্ন। সমস্ত কিছু নারায়ণ থেকে এসেছে, নারায়ণের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নারায়ণের মধ্যেই বিলীন হয়।

সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা: "নারায়ণায় মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বত্মানম্ পরায়ণম্।

আমার পরমারাধ্য পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে 'সুদর্শননাম্নী' ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম।"

এই মন্ত্রে নারায়ণকেই সবকিছুর উৎস বলা হয়েছে। তিনিই সবকিছুর মূল।

—"অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি"।

এই বাক্য থেকে জানা যায় যে নারায়ণই সৃষ্টির মূল। তিনি নিজের ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন।

—"নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে। মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ"

নারায়ণ প্রাণশক্তির উৎস, যিনি সমস্ত জীবের মধ্যে জীবনীশক্তি প্রদান করেন।

মন ও ইন্দ্রিয়ও নারায়ণের প্রকাশ। তিনি সেই চেতনাশক্তি যা জীবের মধ্যে চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রজ্ঞার কার্যকলাপ পরিচালিত করেন।

মন

সর্ব্ব ইন্দ্রিয়—জ্ঞানের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং কর্মের পাঁচটি ইন্দ্রিয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, নারায়ণ স্রষ্টা, রক্ষক এবং ধ্বংসকারী সব

কিছুর আধার।

—"খং বায়ু- জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।"

পৃথিবী ও মহাবিশ্বের যে পাঁচ উপাদান (পঞ্চভূত)

নারায়ণের ইচ্ছা থেকে পাঁচটি উপাদান (পঞ্চ মহাভূত) সৃষ্টি হলো:আকাশ

বায়ু

তেজ (অগ্নি)

জল

পৃথিবী

নারায়ণ থেকেই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয় এবং নারায়ণেই তা বিলীন হয়।

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপাদানসমূহের উৎস।

এটি খুব পরিষ্কার যে, এই সমস্ত উপাদানগুলি স্রষ্টা নারায়ণ থেকেই আসে।

—"নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ রুদ্রো জায়তে"।

ব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্র সকলেই নারায়ণের অংশ। তারা স্বতন্ত্র

ঈশ্বর নন, বরং তাঁরা নারায়ণের নির্দিষ্ট প্রকাশ।

বেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য দায়িত্বশীল, কিন্তু তার সৃষ্টির শক্তি নারায়ণ থেকেই আসে।

এখানে শিবকেও নারায়ণের রুপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শিবের এককত্ব বা আলাদা ঈশ্বরত্বের ধারণাকে খণ্ডন করে।

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা, নারায়ণের থেকে উৎপন্ন।

রুদ্র (শিব)—সংহারকর্তা, তিনিও নারায়ণ থেকে উৎপন্ন।

ইন্দ্র—দেবরাজ, তিনিও নারায়ণের থেকে উৎপন্ন।

দ্বাদশ আদিত্য—সূর্যের দ্বাদশ রূপ, যাঁরা জগতে আলো ও শক্তি বিতরণ করেন।

একাদশ রুদ্র—রুদ্রের বিভিন্ন রূপ, যাঁরা সংহারকর্ম সম্পাদন করেন।

অষ্ট বসু—প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ।

বেদসমূহ—সমস্ত জ্ঞান নারায়ণ থেকেই নির্গত হয়।

"দিশশ্চ নারায়ণঃ বিদিশশ্চ নারায়নায়' উর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ।"

নারায়ণই সর্বত্র বিরাজমান। তিনি শুধু আকাশে, পৃথিবীতে বা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত নন।

তিনি সর্বত্র, সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান—অন্তঃস্থলে, বাহিরে, আকাশে, পৃথিবীতে, সমস্ত দিকেই তিনি উপস্থিত।

এটা নারায়ণের সর্বব্যাপিত্ব এবং তাঁর অতুলনীয় শক্তির প্রকাশ।

নারায়ণাৎ প্রবর্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে।"

"সৃষ্টি নারায়ণ থেকে শুরু হয় এবং সঠিক সময়ে তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়।"

নারায়ণই সৃষ্টির মূল, তিনি সৃষ্টির কৃৎপত্র (আদি এবং অন্ত)।

প্রলয় বা সমাপ্তি তখনই ঘটবে যখন নারায়ণ এর সমস্ত সৃষ্টি নিজে গৃহীত করবেন এবং এর পুনর্গঠন করবেন।

শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা রয়েছে যে - নারায়ণই সকল দেবতাদের বিভিন্ন পদ প্রদান করেন এবং নারায়ণ থেকেই সবার উৎপত্তি।

যথা - মহাভারত শান্তিপর্ব - ৩২৭ অধ্যায়ে বলা হচ্ছে - সমস্ত দেবতারাই নারায়ণের আদেশেই কর্ম করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণ - ক্রিয়াযোগসার খণ্ডম্ - ২ - ১ থেকে ৬ এ বলা হচ্ছে -

ব্যাস কহিলেন, সৃষ্টির আদিতে মহাবিষ্ণু সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইযা স্বয়ং'ই স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহর্তা, এই মুর্তিত্রয় হইলেন। হে শ্রেষ্ঠপুরুষ। মহাবিষ্ণু ঐ জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত আপন দক্ষিণাঙ্গ হইতে নিজেই ব্রহ্মা নামক নিজ আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর জগৎপতি জগতের পালনের নিমিত্ত নিজ বামাঙ্গ হইতে নিজাংশ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন। হে মুনে ! অনন্তর ! হৃৎপদ্মনিলয় ভগবান জগতের সংহারার্থ

মধ্যাঙ্গ হইতে অব্যয় রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করিলেন। রজঃ, সত্ত্ব ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক পুরুষরূপে কেহ ব্রহ্মাকে, কেহ বিষ্ণুকে, এবং কেহ কেহ বা শঙ্করকে নির্দেশ করিয়া থাকেন।।ফলতঃ একই বিষ্ণু ত্রিবিধ রুপ ধরে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন।

- পরমেশ্বর মহাবিষ্ণুর থেকেই যে ত্রিদেবের উৎপত্তি তা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ্য হইয়াছে।

আবার -

বিষ্ণু পুরাণ ২ - ১ - ৫৯ থেকে ৬৩ নম্বর শ্লোকে -

হে মৈত্রেয়! কল্পান্তে তমোদ্রেকা জনার্দন ,

অতিভীষণ রুদ্ররূপা হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন। সমস্ত ভূতভক্ষণান্তে জগৎ একাণ ধাকৃত হইলে পরমেশ্বর নাগপর্য্যঙ্গ-শয়নে শয়ন করেন। প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরূপধারী

পুনশ্চ সৃষ্টি করেন। ঐ একমাত্র ভগবান জনার্দ্দনই সৃষ্টি - স্থিত্যন্তকরণ জন্য ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রভ বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন।

দ্বিতীয় মন্ত্র

(অথ নিত্যো নারায়ণঃ। ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ বিদিশশ্চ নারায়নায়' উর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্বং যস্তুতং যশ্চ তব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ। এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি। এতদ্ যজুর্ব্বেদশিরোহধীতে।)

অনুবাদ: "নারায়ণই একমাত্র নিত্য , নারায়ণই ব্রহ্মা, নারায়ণই শিব, নারায়ণই শক্র, কাল, দিকসমূহ । তিনি উর্ধ্বে, নিচে, অন্তর ও বাইরের সকল দিক থেকে বিরাজমান। নারায়ণ ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন, নির্বিকল্প, শুদ্ধ এবং একমাত্র দেবতা। তাঁর সম্বন্ধে

কোনো দ্বন্দ্ব বা বিভাজন নেই। যিনি এই সত্যটি জানেন, তিনি বিষ্ণুস্বরূপ হয়ে ওঠেন।" যজুর্বেদের অন্তর্গত এই উপনিষদ মন্ত্র অধ্যায়ণ করবে।

সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা - এই মন্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি স্পষ্টভাবে নারায়ণের সর্বব্যাপিত্ব ও একচ্ছত্রত্বকে তুলে ধরে। এখানে নারায়ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সমস্ত দিক, তিনিই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ, নারায়ণই সকলের উৎস ও সমস্ত সত্ত্বার অন্তর্যামী। এই মন্ত্রটি যজুর্বেদীয় মন্ত্রগুলোর মধ্যে একটি, যা পরিষ্কারভাবে প্রতিপাদন করে যে, নারায়ণের অতিরিক্ত অন্য কোনো স্বতন্ত্র ঈশ্বর নেই।

এই মন্ত্রে নারায়ণকেই নিত্য বলা হয়েছে —"অথ নিত্যো নারায়ণঃ।"

এখানে "নিত্য" শব্দটির অর্থ হল শাশ্বত, চিরস্থায়ী, অনাদিরূপ, এবং পরিবর্তনশূন্য। নারায়ণ একমাত্র সত্ত্বা যিনি সময়ের অতীত, ভবিষ্যতের ঊর্ধ্বে এবং চিরন্তন। তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের ঊর্ধ্বে—তিনি চিরন্তন ও অক্ষয়। এইজন্যই তাকে নিত্য বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রেই নারায়ণকে নিত্য বলা হয়েছে ।

যথা -

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেক" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১১) - সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন।

- তাহলে সেই ব্রহ্মের নাম কি? সে সম্পর্কে শ্রুতি বচন-

"তদাহুরেকো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা নৈশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যো ন চন্দ্রমাঃ।"(মহোপনিষদ ১/১)

অনুবাদ - সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন।ব্রহ্মা ছিল না,শিব ছিল না,আপ(জল),অগ্নি, সোমাদি দেবগণ ছিল না, দ্যুলোক ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য-চন্দ্রও ছিল না।

"পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়ত অতিতিষ্ঠেয়েঁ সর্বাণি ভূতান্যহমেবেঁদ সর্বং স্যামিতি।।"

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩/৬/১/১)

অনুবাদ - পরমপুরুষ নারায়ণ সৃষ্টির কামনায় সঙ্কল্প করলেন ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত জগৎ হলেন।

মহাভারত - শান্তিপর্ব - ৩২৫ - ৩২ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ - সেই এক সনাতন পুরুষ বাসুদেব ব্যতীত জগতে স্থাবর বা জঙ্গম কোন প্রাণীই নিত্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বলা হয়েছে—

"ন তে বিদুঃ স্বর্তগতিং হি বিষ্ণুম্" (ভাগবত ১.২.২৮)

অর্থাৎ, সাধারণত জীবাত্মারা নারায়ণের চিরন্তন গতি ও স্বরূপকে জানে না।

এই নিত্যত্বের কারণেই তিনি প্রকৃত "পরম সত্য"। তিনি প্রকৃতির মতো পরিবর্তনশীল নন।

এই মন্ত্রে সমস্ত দেবতাকেই নারায়ণের স্বরুপ বলা হয়েছে —"ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ।"

ব্রহ্মা, শিব বা অন্য কোনো দেবতা স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর নন। তাঁরা সবাই নারায়ণের মধ্য থেকে উৎপন্ন, তাঁর থেকেই শক্তি গ্রহণ করেন এবং তাঁরই লীলায় নিযুক্ত থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

"সত্যং পরং ধীমহি"—সত্যপরম ব্রহ্ম নারায়ণের ধ্যানে আমরা মগ্ন হই।

বিভিন্ন শাস্ত্রে নারায়ণকেই পরমাত্মা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যথা -

শ্রুতি শাস্ত্রে বলতেছে -

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥(তৈত্তিরীয়ারণ্যক, প্রপাঠকঃ - ১০ , অনুবাকঃ - ১৩, মন্ত্র:- ৩)

অর্থ:- নারায়ণই হচ্ছে জ্ঞানের যোগ্য সর্বোচ্চ পরম বস্তু বা লক্ষ্য। তিনিই বিশ্বের আত্মা। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কিছু পরম গতি।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম ১৭৯/৪ ব্রহ্মা রুদ্র সংবাদে রুদ্রের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য-

"ভবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহি সংজ্ঞিতা:।

অণ্যেষাং চ দেহিণাং পরমেশ্বরো নারায়ণ: অন্তরাত্মত্যাবস্থিত।।"

অনুবাদ: তোমার আমার এবং অপরাঅপর যে সব দেহধারী আছেন তাদের অন্তরাত্মা রূপে পরমে নারায়ণ অবস্থিত আছেন।

(মহাভারত,শান্তিপর্ব :৩২৭ অধ্যায় ২২ নম্বর শ্লোকে বলছেন)

পাণ্ডুনন্দন! আমিই সমস্ত কিছুর আত্মা। অতএব আমি প্রথমে আমার আত্মস্বরূপ রুদ্রের পূজা করে থাকি।

(মহাভারত, কর্ণপর্ব : ৩৫ অধ্যায় এর ৫০ নম্বর শ্লোকে)

অনুবাদ: অমিততেজা ভগবান রুদ্রের মধ্যে আত্মারূপে বিষ্ণু অবস্থিত সেই জন্য তিনি ধনুকের জ্যা সংস্পর্শ সহ্য করতে পেরে ছিলেন।

(মহাভারত - কর্ণপর্ব - ২৮ অধ্যায়ের ৫১ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে -)

অনুবাদ - বিষ্ণু অমিততেজা ভগবান রুদ্রের আত্মা। অতএব সেই দানবেরা মহাদেবের ধনুর ও গুণের সংস্পর্শ সহ্য করতে পারেন নাই।

(তৈত্তিরীয়ারণ্যক, প্রপাঠকঃ - ১০ অনুবাকঃ - ১৩, মন্ত্র:- ৪) এ বলা হচ্ছে

অর্থ:- নারায়ণই পরমাত্মা।

(সুবল উপনিষদ- এর ৭ নম্বর মন্ত্রে বলা হচ্ছে)

তিনি সর্বজীবের অন্তরাত্মা দিব্য দেব অদ্বিতীয় নারায়ণ।

(মহাভারত - শান্তিপর্ব - ৩৩৪ অধ্যায়ের ৪০ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে) -

অনুবাদ - সেই উভয় মতেই জিনি পরমাত্মা তিনি সর্ব্বদাই নির্গুণ এবং তাহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিবে এবং তিনিই সমস্ত লোকের জীবাত্মা।

এই মন্ত্রটি দ্বারা শিবের ঈশ্বরত্বকেও খণ্ডন করা হয়েছে , কারণ এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে শিব নারায়ণেরই প্রকাশভূতা শক্তি।

—"দিশশ্চ নারায়ণঃ বিদিশশ্চ নারায়নায়' উর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ।"

এর অর্থ হচ্ছে — নারায়ণই সমস্ত দিক নারায়ণই অতিরিক্ত দিকসমূহ (যেমন নৈঋত, অগ্নি, ঈশান)

নারায়ণই উপরে নারায়ণই নিচে নারায়ণই অভ্যন্তরে এবং বাহিরেও অবস্থিত।

এই বিষয়ে (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০/১৩/১,২) এ বলা হচ্ছে -

যচ্চ কিংচিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা ।

অংতর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

অনুবাদঃ জগতে যা কিছু দর্শনযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণের বিষয় সেই সমস্তকেই ভিতরে এবং বাহিরে ব্যাপ্ত করে নারায়ণ অবস্থিত।

এটি উপনিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য—নারায়ণ সর্বত্র বিরাজমান। তিনি কেবল স্বর্গ বা কৈলাস বা বৈকুণ্ঠেই নয়, তিনি সর্বত্র আছেন, প্রত্যেক কণায় বিরাজমান।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে—

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।"

অনুবাদ - ঈশ্বর (নারায়ণ) প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন।

এরপর বলা হয়েছে—"নারায়ণ এবেদং সর্বং যস্তুতং যশ্চ তব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ।"

এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে—

"নারায়ণ এবেদং সর্বং"—এই সমগ্র বিশ্বজগত নারায়ণেরই প্রকাশ।

"নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো"—নারায়ণ সম্পূর্ণভাবে কলঙ্কহীন, মায়া ও অজ্ঞান থেকে মুক্ত।

অর্থাৎ - পরমেশ্বর নারায়ণই হচ্ছেন কলঙ্কহীন। এ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রেও বলা হয়েছে। যথা -

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো"

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।১।৫]-অনুবাদ-এই পরমাত্মা (অপহতপাপ্মা) পাপপুণ্যময় কর্মরহিত সর্বদা বিশুদ্ধ, মৃত্যুরহিত, জরারহিত শোকরহিত।

"কেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ"-

(পতঞ্জলি যোগসূত্র ১/২৪)

অনুবাদ - অবিদ্যাদি ক্লেশ, পূণ্য-পাপজনিত কর্মসংস্কার ও সেজন্যে কার্য বিনা কর্মফল ও অন্তর্নিহিত বাসনাগুলিতে(আশয়ে) সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ কালত্রয়েও সংস্পৃষ্ট নন, এমন পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

বিষ্ণুপুরাণ ৬-৭-৭৫ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ - যোগীগণের নারায়ণে চিত্ত স্থির করাই হলো শুদ্ধ ধারণা।

"নির্বিকল্পো"—নারায়ণের কোনো ভেদ নেই, তিনি অভিন্ন, তিনি পরিবর্তনশীল নন।

"শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ"—শুধুমাত্র নারায়ণই প্রকৃত ঈশ্বর, তাঁর কোনো দ্বিতীয় সত্ত্বা নেই।

খানে স্পষ্ট বলা হয়েছে নারায়ণই একমাত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর। অন্য কোনো স্বতন্ত্র "ব্রহ্ম" বা "অদ্বৈত পরমসত্তা" নেই।

যিনি নারায়ণকে জানেন, তিনিই বিষ্ণুস্বরূপ হন

শেষে বলা হয়েছে—"এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি।"

যে ব্যক্তি নারায়ণের সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করেন, তিনি বিষ্ণুর ধাম প্রাপ্ত করেন।

তিনি বিষ্ণুস্বরূপ হয়ে মোক্ষ লাভ করেন।

তৃতীয় মন্ত্র

(ওমিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যু, পরিষ্টাৎ। ওমিত্যেকাক্ষরম্। নম ইতি দ্বে অক্ষরে। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ নারায়ণাস্যাষ্টাক্ষরং পদম্। যোহ বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেতি। অনপব্রুবঃ সর্ব্বমায়ুরেতি। বিন্দতে প্রাজাপত্যং রায়স্পোষং গৌপত্যং ততোহমৃতত্বমন্ত্রতে ইতি। এতৎ সামবেদশিরোংধীতে।)

অনুবাদ - অগ্রে 'ওম' , অতঃপর 'নমঃ' এই পদ 'উচ্চারণ করিবে, শেষে নারায়নায় এই পদটা পড়িবে। 'ওম্' হচ্ছে একাক্ষরপদ, নমঃ পদে দুইটা অক্ষর আছে, 'নারায়ণায়' এই পদে পাঁচটা অক্ষর আছে; এই তিনটা পদ মিলিয়া 'ওঁ নমঃ নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হলো, যিনি নারায়ণের এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র অধ্যায়ন করেন, তিনি প্রশংসনীয় হইয়া শতায়ুঃ লাভ করেন, তিনি প্রাজাপত্যপদ, ধনাধিপত্য ও গোপতিত্ব লাভ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সামবেদরহস্য অধ্যয়ন করিবে।

সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা -

এই মন্ত্রটি নারায়ণের মহানাম অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। এটি সামবেদের শিরোমণি অংশ হিসেবে গণ্য হয় এবং এতে বলা হয়েছে যে এই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে একজন ভক্ত দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য, গৌরব এবং পরম মুক্তি অর্জন করতে পারেন।

নারায়ণের নামজপের গুরুত্ব সম্পর্কে এই মন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সরাসরি প্রকাশ করছে যে এই মন্ত্র শুধু ধ্বনিস্বরূপ নয়, এটি পরম ব্রহ্মের শক্তি ধারণ করে।

ওঁ নমো নারায়ণায়—অষ্টাক্ষর মন্ত্রের গঠন

মন্ত্রের শুরুতেই বলা হয়েছে—

"ওমিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যু, পরিষ্টাৎ।"

এখানে বলা হয়েছে যে—

প্রথমে "ওঁ" উচ্চারণ করতে হবে।

তারপর "নমঃ" উচ্চারণ করতে হবে।

এরপর "নারায়ণায়" উচ্চারণ করতে হবে।

এরপর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই মন্ত্রের গঠন সম্পর্কে—

"ওঁ" এক অক্ষরের (একাক্ষরী) পবিত্র ধ্বনি।

"নমঃ" দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ।

"নারায়ণায়" পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ।

এই তিনটি শব্দ মিলিয়ে "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্রটি গঠিত হয়, যা অষ্টাক্ষর মন্ত্র নামে পরিচিত।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মন্ত্রের মাধ্যমে নারায়ণের অনন্ত শক্তির প্রকাশ ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে—

"নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্"

অর্থাৎ, ভগবানের নামসংকীর্তন সমস্ত পাপ ধ্বংস করে।

মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"এতদ্বৈ নারায়ণাস্যাষ্টাক্ষরং পদম্। যোহ বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেতি।"

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নারায়ণের এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ করেন, তিনি অনন্ত কল্যাণ লাভ করেন।

অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য অসীম— এটি ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করে। এটি সকল পাপ ধ্বংস করে। এটি সমস্ত দেবতাগণেরও উপাস্য মন্ত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড ২১.৯১) বলছে—

"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্বসিদ্ধিদঃ।"

অর্থাৎ, "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সর্বসিদ্ধিদায়ক।

এছাড়াও - নরসিংহ পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে সর্বোত্তম মন্ত্র হচ্ছে অষ্টাক্ষরী নারায়ণ মন্ত্র । এই মন্ত্র জপের দ্বারা মানুষ জন্মমৃত্যুরুপ সংসার সাগর হতে উদ্ধার পেয়ে থাকে। একাগ্রচিত্তে শঙ্খচক্রধারী ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করে এই মন্ত্র জপ করা উচিত। এই মন্ত্র সর্বার্থসাধক ও স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ, সমস্ত পাপ হরণকারী ও সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপকারী ব্যক্তি অন্তিমকালে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে থাকেন।।

এছাড়া মহাভারতেও এই মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কারো যদি ভগবান নারায়ণের প্রতি শুদ্ধ ও অকপট ভক্তি থাকে তাহলে তার বহু বহু মন্ত্র জপ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা অষ্টাক্ষরী মন্ত্রই সর্বার্থসাধক।

শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বাদশ আলওয়ারের অন্যতম সম্রাট কুলশেখর আলোয়ার তাঁর মুকুন্দমালা স্তোত্রমেও মরণশীল মানুষদের জন্য এই নারায়ণ মন্ত্র জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।।

হে মর্ত্যাঃ পরমং হিতং শ্রুণুত বো বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপতঃ

সংসারার্ণবমাপদূর্মিবহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ ।

নানাজ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়েত্যমুং

মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রাবর্তয়ধ্বং মুহুঃ ॥

অনুবাদ:বিপদসঙ্কুল তরঙ্গবনহুল সংসার-সাগরে সম্যক্রূপে প্রবিষ্ট হে মরণশীল মনুষ্যগণ! পরম হিতবাক্য শ্রবণ কর, তোমাদিগকে সংক্ষেপে আমি বলিতেছি--নানাপ্রকার জ্ঞান দূরে পরিত্যাগপূর্বক প্রণাম করতঃ প্রণবযুক্ত অর্থাৎ ওঁ নমো নারায়ণায়', এই মন্ত্র মনে মনে বারবার আবৃত্তি কর ॥ (মুকুন্দমালা স্তোত্রম শ্লোক ১৩)

শ্রী রামানুজ আচার্য বলেছেন—

"এই মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রই ভগবান নারায়ণ আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হন।"

অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপের ফল-

এরপর বলা হয়েছে—

"অনপক্রবঃ সর্ব্বমায়ুরেতি। বিন্দতে প্রাজাপত্যং রায়স্পোষং গৌপত্যং ততোহমৃতত্বমন্ত্রতে ইতি।"

অর্থাৎ, এই মন্ত্র জপকারী ব্যক্তির দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি এবং চূড়ান্তভাবে মুক্তি লাভ হয়।

এখানে চারটি প্রধান ফল বর্ণিত হয়েছে—

"সর্ব্বমায়ুরেতি"—এই মন্ত্র উচ্চারণকারী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হন।

"বিন্দতে প্রাজাপত্যং"—তিনি সন্তানসুখ ও কল্যাণ লাভ করেন।

"রায়স্পোষং গৌপত্যং"—তিনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেন।

"ততোহমৃতত্বমন্ত্রতে"—তিনি চূড়ান্তভাবে অমৃতত্ব (মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ লাভ) করেন।

এটি থেকে বোঝা যায় যে এই মন্ত্র কেবল ইহকালীন কল্যাণই প্রদান করে না, এটি পরম মুক্তির পথও সুগম করে।

এই মন্ত্রের শেষে বলা হয়েছে—

"এতৎ সামবেদশিরোংধীতে।"

অর্থাৎ, এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সামবেদের পরম গূঢ় উপদেশ।

সামবেদকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন—

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" (ভগবদ্গীতা ১০.২২)

অর্থাৎ, আমি সমস্ত বেদের মধ্যে সামবেদ।

এটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে নারায়ণের নামসংকীর্তনই প্রকৃত বৈদিক উপাসনা।

শ্রী বৈষ্ণব আচার্যরা বলেছেন—

"অষ্টাক্ষর মন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, কারণ এই মন্ত্রই নারায়ণের পরম আশ্রয়।"

চতুর্থ মন্ত্র

(প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্। অকার উকারো মকার ইতি। তা অনেকধা সমভবত্তদেতদোমিতি যমুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসার বন্ধনাৎ। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠ-ভবনং গমিষ্যতি। তদিদং পুণ্ডরীবং বিজ্ঞানঘনং তন্মাগুড়ি- দাতমাত্রম্। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি। সর্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্মোম্। এতদর্থর্বশিরোহবীতে।)

অনুবাদ - অকার, উকার ও মকার হইতেছে প্রণবের স্বরূপ, ইহা পরমাত্মানন্দরূপ ও ব্রহ্মপুরুষ। সেই ওঁকার অনেকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, যোগী এই ওঁকারেরই উপাসনা করিয়া জন্মরূপ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রের উপাসক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এই বৈকুণ্ঠ পদ্মের ন্যায় জ্ঞানমূর্তি, অতএব বিদ্যুৎ প্রভাবিশিষ্ট। দেবকীপুত্র ব্রহ্মস্বরূপ অথবা ব্রাহ্মণহিতকারী, মধুসুদন ব্রহ্মণ্য, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্য, অচ্যুত বিষ্ণু ব্রহ্মণ্য। সর্ব্বভূতে বিদ্যমান নারায়ণই কারণপুরুষ, তিনি পরব্রহ্ম ও ওঁকার, তাঁহার কোন কারণ নাই। এই অথর্ববেদোপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে।

সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা -

এই মন্ত্রটি প্রণব (ওঁকার) এবং নারায়ণ নামের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত। এতে প্রণবের গূঢ় রূপ এবং তার জপের মাধ্যমে যে উচ্চতম মুক্তি অর্জিত হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই মন্ত্রে নারায়ণকে পরম ব্রহ্ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার ধ্যানে বদ্ধ ভক্তের জন্য মুক্তির পথ সুগম করে।

—"প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্।"

এখানে "প্রণব" (ওঁকার) - কে ব্রহ্মপুরুষ অর্থাৎ পরম আত্মার রূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অকার, উকার, মকার।

অকার (অ) –

উকার (উ) –

মকার (ম) –

এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ওঁকারের প্রতিটি অক্ষরই ব্রহ্মের শক্তির ভিন্ন ভিন্ন দিককে প্রকাশ করে।

এখন, এই ওঁকার বা প্রণব হচ্ছে সবার জন্য পরম সাধনার রূপ, যা জীবাত্মাকে সত্ত্বতত্ত্বে একাত্ম করে।

মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"তা অনেকধা সমভবত্তদেতদোমিতি যমুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসার বন্ধনাৎ।"

অর্থাৎ, যিনি প্রণবের উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত জন্মসংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পান।

"যোগী" বলতে এখানে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি মন, বোধ, এবং আত্মাকে একযোগিতার পথে নিবেদিত করেছেন।

"যমুক্ত্বা মুচ্যতে" – এর মানে হলো, যোগী তার সমস্ত কষ্ট এবং আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

"জন্মসংসার বন্ধনাৎ" – যোগী মুক্তির পথে চলে যান এবং সমস্ত জন্মসংসারের বাঁধন থেকে মুক্তি পান।

এই অংশ থেকে বুঝা যায় যে ওঁকারের ধ্যান এবং মন্ত্র উচ্চারণই আধ্যাত্মিক মুক্তির মূল উপায়।

এই মন্ত্রের পরম লক্ষ্য হলো - বৈকুণ্ঠে গমণ !

—"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠ-ভবনং গমিষ্যতি।"

অর্থাৎ, "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্রের উপাসক বৈকুণ্ঠধাম, যেখানে নারায়ণ নিজে বাস করেন, সেখানে গমন করেন।

বৈকুণ্ঠ হলো সেই পরমলোক যেখানে ভগবান নারায়ণ বাস

করেন, এবং যিনি এই মন্ত্রের পূর্ণভাবে উপাসনা করেন, তিনি এই পরম ধামে পৌঁছান।

এরপর বলা হয়েছে—

"তদিদং পুণ্ডরীবং বিজ্ঞানঘনং তন্মাগুড়ি- দাতমাত্রম্।"

এখানে পুণ্ডরীকা শব্দটি পরম ব্রহ্মের দেহরূপের প্রতীক, যা একটি পদ্মফুলের মতো সুন্দর এবং বিশুদ্ধ।

পুণ্ডরীকা – এটি ব্রহ্মের শুদ্ধতা এবং সর্বোত্তম গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে।

"বিজ্ঞানঘনং" – এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পুণ্ডরীকা বা পদ্মফুলের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে।

এখানে গুরুও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, কারণ তিনি আত্মজ্ঞানের প্রদর্শক।

—"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি।"

এখানে চারটি প্রধান রূপে নারায়ণকে বর্ণনা করা হয়েছে:

ব্রহ্মণ্যো – নারায়ণই হলেন সেই পরম ব্রহ্ম, যিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।

দেবকীপুত্র – তিনি দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হিসেবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মধুসূদন – যিনি মধু নামে এক অসুরকে হত্যা করেছিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ – যিনি পুণ্ডরীক (পদ্মফুলের চোখ) রূপে পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করেন।

বিষ্ণু – তিনি হলেন বিশ্বের রক্ষক এবং সর্ব্বব্যাপক ।

এই মন্ত্র একত্রে বর্ণনা করছে যে, নারায়ণই ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ এবং তাঁর কৃপায় সমস্ত সৃষ্টির ধারণ এবং রক্ষা হয়।

শেষে বলা হয়েছে– "সর্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্মোম্।"

অর্থাৎ -

"নারায়ণ সর্বভূতে অবস্থান করেন, তিনি সমস্ত সৃষ্টির কারণ, এবং তিনি পরম ব্রহ্ম, যার কোন কারণ নেই।"

পঞ্চম মন্ত্র

(প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানো পাপোৎপপো ভবতি। মধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোহধীয়ানঃ পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে। সর্ব্ববেদপারায়ণপুণ্যং লভতে। নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি শ্রীমন্নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ।)

অনুবাদ- এই উপনিষৎ প্রাতঃকালে অধ্যয়ন করিয়া রাত্রিকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সায়ংকালে অধ্যয়ন করিয়া দিবসকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। পাপী রাত্রি ও দিবসে অধ্যয়ন করিয়া পাপশূন্য হয়। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যাভিমুখী হইয়া অধ্যয়ন করিলে পঞ্চ মহাপাতক ও উপপাতক হইতে মুক্ত হয়, সমস্ত বেদের অধ্যয়নজনিত পুণ্য লাভ করে; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি শ্রীমৎ নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা -

এই মন্ত্রটি প্রতিদিনের শুদ্ধি এবং পাপমুক্তি সম্পর্কিত এবং বিশেষভাবে প্রাত:কাল ও সন্ধ্যা বেলায় মন্ত্রপাঠের উপকারিতা বর্ণনা করেছে। এতে নারায়ণ মন্ত্রের আধ্যাত্মিক শক্তি ও তার অনুসরণকারীকে এক মহান পুণ্য লাভের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রে প্রতিদিনের সঠিক সময় এবং সঠিকভাবে সাধনা করা হলে ভক্তের জীবনে যে রূপান্তর সাধিত হয়, তা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন জপের গুরুত্ব-

"প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি।"

এখানে বলা হয়েছে—

যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্রপাঠ করেন, তিনি রাত্রির সময়ের পাপ

থেকে মুক্ত হন, এবং যিনি সায়ংকালে মন্ত্রপাঠ করেন, তিনি দিবসের সময়ের পাপ থেকে মুক্ত হন।

প্রাতঃকালে মন্ত্রপাঠের উপকারিতা-

প্রাতঃকাল (সকালে) কৃত পাপগুলো শান্তি ও শুভ্রতা লাভ করতে পারে।

প্রাতঃকালে একান্তভাবে নির্জন অবস্থায় মন্ত্রপাঠ করলে মন পরিষ্কার হয়, ভক্তির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কোনো প্রভাব থাকে না।

সায়ংকাল (সন্ধ্যাবেলায়) মন্ত্রপাঠ-

সায়ংকালে যখন পৃথিবীটি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তখন সন্ধ্যার পবিত্রতা মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পাপ ও অশুদ্ধির প্রতিকার ঘটায়।

— "তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানো পাপোৎপপো ভবতি।"

এখানে বলা হয়েছে যে, যদি একজন ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় নিয়মিত মন্ত্রপাঠ করেন, তাহলে সে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। এটি প্রতিদিনের সাধনার মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে।

এমনকি, রাতের পাপ এবং দিনের পাপ দুইকেই নাশ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে মানুষের জীবনে যে সমস্ত খারাপ দিক

থাকে, সেগুলি ধুয়ে ফেলা যায়।

মধ্যাহ্নকালীন মন্ত্রপাঠের গুরুত্ব-

—"মধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোহধীয়ানঃ
পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে।"

এখানে বর্ণনা করছে যে, যদি কেউ মধ্যাহ্নকালে, যখন সূর্য তার পূর্ণ শক্তিতে থাকে, সূর্যবিমুখ হয়ে মন্ত্রপাঠ করে, সে পঞ্চ মহাপাতক এবং উপপাতক থেকে মুক্তি পায়।

পঞ্চ মহাপাতক – পাঁচটি গুরুতর পাপের বর্ণনা:

মাতৃহত্যা (মা হত্যার পাপ)

পতিহত্যা (স্বামী হত্যার পাপ)

ব্রাহ্মহত্যা (ব্রাহ্মণের হত্যা)

গোমাতাহত্যা (গাভী হত্যা)

দীক্ষাহত্যা (গুরু বা পন্ডিতের হত্যার পাপ)

এই পাপগুলো সবচেয়ে গুরুতর পাপ হিসাবে বিবেচিত।

মধ্যাহ্নকালে মন্ত্রপাঠে একধরণের আধ্যাত্মিক শক্তি ও পুণ্য অর্জন হয়, যা এসব পাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে।

এরপর বলা হয়েছে—

"সর্ব্ববেদপারায়ণপুণ্যং লভতে।"

এখানে বলা হচ্ছে যে, যিনি এই মন্ত্রের শুদ্ধভাবে চর্চা করেন এবং জীবনযাত্রায় অঙ্গীকার করেন, তিনি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের পুণ্য লাভ করেন। বেদ-চর্চা এবং মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, এবং ব্যক্তি পাপের কবল থেকে পরিত্রাণ পায়।

বেদে বর্ণিত সমস্ত শাস্ত্রের শুদ্ধি এবং ভক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পুণ্য লাভ করা যায়।

—"নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি শ্রীমন্নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ।"

এখানে উল্লেখ বলা হচ্ছে যে, যিনি এই মন্ত্রপাঠ করেন এবং সঠিকভাবে প্রার্থনা করেন, তিনি শ্রী নারায়ণের সাযুজ্য লাভ করেন। এর মানে হলো, মন্ত্রের মাধ্যমে একান্তভাবে শ্রী নারায়ণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

নারায়ণসাযুজ্য বা শ্রীমন্নারায়ণের সাথে ঐক্য এর মাধ্যমে একজন ভক্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার জীবনে সত্যিকারের শান্তি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শক্তি

আসে।

" ইতি নারায়ণোপনিষদ্ সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা "